তারিখ ... 25. AUG. 2015..
পৃষ্ঠা ..২২.. কলাম....৬.....

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ,এমপি

'এবারের বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রমাণ করল শহরের পাশাপাশি গ্রামও এগিয়ে যাচ্ছে'

—নুরুল ইসলাম নাহিদ

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রিসহ গুণীজনদের উপস্থিত ও পরামর্শ উৎসহ যোগায় তরুণ শিক্ষার্থীদের। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তো মিলনায়তনে ঘুরে-ঘুরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলেন। জানতে চান তাদের সমস্যা কথা। আলোচনা পর্বে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আজকের নতুন প্রজন্ম মেধায় যে কোনো উন্নত দেশের তুলনায় পিছিয়ে নেই। অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি ক্রমে কাটিয়ে উঠছে বাংলাদেশ। নতুন প্রজন্ম মেধা আর উদ্ভাবনে বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

তিনি বলেন, অনেকের এমন ধারণা, বেশি নম্বর দিয়ে পাসের হার বাড়ানো হচ্ছে। এমন ধারণা পুরোপুরি ভুল। যে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা আছে, সেগুলো চিহ্নিত করে তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্যই ফল ভালো হচ্ছে। উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, ইংরেজিতে কিছুটা দুর্বলতার বিষয়টি সামনে ছিল এবং এ বিষয়ে বেশি ফেল করত। এ কারণে বিদ্যালয়গুলোতে দক্ষ ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা করা হয়। যে কারণে এ বিষয়ে ফেল করার হার অনেক কমে যায়। একইভাবে বর্তমানে বিজ্ঞান বিষয়েও বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, গত এইচএসসি পরীক্ষার ফল অনুযায়ী বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে নেই। কারণ, শুধু বিজ্ঞান বিষয়ে পাসের হার ছিল ৭৭ শতাংশ, আর অন্যান্য বিষয়ে গড় পাসের হার ছিল ৬৯ শতাংশ।

এখন পরীক্ষার ফলে নারী শিক্ষার্থীরা এগিয়ে আছে। উচ্চ মাধ্যমিকের ফলে ৫১ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী ও ৪৯ শতাংশ পুরুষ শিক্ষার্থী পাস করেছে। মাধ্যমিকে ৫৩ শতাংশ নারী ও ৪৭ শতাংশ পুরুষ শিক্ষার্থী পাস করেছে। এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ফল খারাপ হওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রথমত বছরের প্রথম তিন মাস পেট্রোল বোমা, জ্বালাও-পোড়াও রাজনীতির কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে আর কী কী ত্রুটি ছিল, তা খুঁজে বের করার জন্য মন্ত্রণালয় কাজ করছে। সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের বিষয়টিও পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবারের বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রমাণ করল, শহরের পাশাপাশি গ্রামও এগিয়ে যাচ্ছে।

গোলাম সারওয়ার বলেন, বিতর্কে আবেগের প্রশ্রয় নয়, যুক্তির প্রাধান্য থাকতে হবে। আজকের প্রতিযোগিতায় তারই স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি বলেন, যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ার আন্দোলনে যুক্ত হয়ে সমকাল সামাজিক অঙ্গীকার পূরণ করছে।

বিএফএফের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী বলেন, বিজ্ঞান-চেতনা এবং যুক্তিনির্ভর বিতর্কের ধারণাকে এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে একেবারে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঢাকার বাহিরেও শিক্ষার্থীরা মেধা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারে, তার প্রমাণ এ বছর সিরাজগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফাইনালে উঠে আসা।

মুস্তাফিজ শফি বলেন, যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানমনস্ক মানুষই ভালো মানুষ হয়। জাতির অগ্রগতির জন্য সেই ভালো মানুষেরই প্রয়োজন। এই বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগিতার লক্ষ্য, আজকের প্রজন্মকে সেই ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি করা।

রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহম্মদ আসাদুজ্জামান সুবহানী বলেন, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ চত্বর শুধু এ কলেজের নয়, সবার। সে চিন্তা থেকেই জাতীয় পর্যায়ের এ ধরনের একটি বড় আয়োজন এ প্রতিষ্ঠানের মিলনায়তনে আয়োজিত হওয়ার বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

গ্রন্থনা : : সঞ্জিত মণ্ডল